লিপি আর্থিক | কলকাতা, শনিবার, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৭
Kokata•Saturday•December 16, 2017
Arthik Lipi, Page 5

‘বেগ’শব্দের ব্যবহার নিয়ে আপত্তি উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : স্বাধীন দেশের নাগরিকদের কিছু লেখার সময় ‘আই বেগ টু’ শব্দটি ব্যবহার করা উচিত নয়। পরিবর্তে ‘আই রেজ টু লে ওন দ্য টেবল’ শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনই সদস্যদের একথা স্মরণ করিয়ে দেন। তবে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, এরকম লিখতেই হবে তা কোনও নির্দেশ নয়, তা সুপারিশ মাত্র।

এলিট লিজিং লিমিটেড

রেজি অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
CIN: L74999WB1992PLC054753
Phone : 033-40378600, Fax : 033-40378699, Mail Id : lkc@bcco.co.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

লক্ষ টাকায়

ক্রম সংখ্যা	বিবরণ	সমাপ্ত তিন মাস			সমাপ্ত ছয় বছর	
		৩০.০৯.২০১৭ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০১৭ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০১৭ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০১৭ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০১৭ (অনিরীক্ষিত)
১.	**কাজের থেকে আয়**					
	(ক) নিট বিক্রয়/কাজের থেকে আয়	১৫.৯১	২৭.২৯	১৮.৭৮	৪৩.২০	৪৭.৩৪
	(খ) অন্যান্য আয়	২.২৯	০.২৮	১.৪৯	২.৫৭	২.৯৬
	মোট কাজের থেকে আয় (নিট)	১৮.২০	২৭.৫৭	২০.২৮	৪৫৭৭	৫০.৩০
২.	**ব্যয়**					
	ক) কর্মী সুবিধার্থে ব্যয়	১৭.২৪	১৯.৩৪	২০.০৪	৩৬.৫৮	৩৯.১৫
	খ) উদ্ভাবনী পরিবর্তন	(১.২০)	০.০০	০.০০	(১.২০)	০.০০
	গ) অবচয় এবং প্রদেয় ব্যয়	০.৩৫	০.১৯	০.১৮	০.৫৪	০.২৯
	ঘ) আর্থিক খরচ	২.৮৬	০.৬৯	১.১৬	৩.৫৫	২.৩৬
	ঙ) অন্যান্য ব্যয়	৮.৬২	৪.৫৬	৪.৮৮	১৩.৪৫	১০.৫০
	মোট ব্যয়	২৭.৮৭	২৪.৭৮	২৬.২৭	৫২.৯২	৫২.৩০
৩.	**অন্যান্য আয়, আর্থিক খরচ ও ব্যতিক্রমী বিষয়ের পূর্বে সাধারণ বিষয় থেকে লাভ/(ক্ষতি) (১-২)**	(৯.৬৭)	২.৯৭	(৫.৯৯)	(৭.১৫)	(১.৯৯)
৪.	অন্যান্য আয়	-	-	-	-	-
৫.	**আর্থিক খরচ ও ব্যতিক্রমী বিষয়ের পূর্বে সাধারণ বিষয় থেকে লাভ/(ক্ষতি) (৩-৪)**	(৯.৬৭)	২.৯৭	(৫.৯৯)	(৭.১৫)	(১.৯৯)
৬.	কর ব্যয়					
	- চলতি কর	-	-	-	-	-
	- অবচয় কর (সম্পদ) দায়	-	-	-	-	-
৭.	**আর্থিক খরচের পরে কিন্তু ব্যতিক্রমী বিষয়ের পূর্বে সাধারণ বিষয় থেকে লাভ/(ক্ষতি) (৫-৬)**	(৯.৬৭)	২.৯৭	(৫.৯৯)	(৭.১৫)	(১.৯৯)
৮.	অন্যান্য তুলোনিয় আয়	-	-	-	-	-
৯.	অনিয়ন্ত্রিত সুদ	-	-	-	-	-
১০.	**মোট তুলোনিয় আয় পরের কর এবং সুদ (৭+৮+৯)**	(৯.৬৭)	২.৯৭	(৫.৯৯)	(৭.১৫)	(১.৯৯)
১১.	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ারের প্রারম্ভিক মূল্য ১০ টাকা)	৩১৪.৫৩	৩১৪.৫৩	৩১৪.৫৩	৩১৪.৫৩	৩১৪.৫৩
১২.	পূর্ববর্তী হিসাববর্ষের ব্যালান্স শীট অনুযায়ী সংরক্ষণ পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত সংরক্ষণ	৪৭৩.১৭	১০১.৩৫	১১০.৬৯	৪৭৩.১৭	১১০.৬৯
১৩.১.	**শেয়ার প্রতি আয় (অতিরিক্ত সাধারণ বিষয়ের পূর্বে) (প্রতিটি মূল্য ১০ টাকা) (বার্ষিককৃত নয়)**					
	-মূল	(০.৩১)	০.০৯	(০.১৯)	(০.২৩)	(০.০৬)
	-মিশ্র	(০.৩১)	০.০৯	(০.১৯)	(০.২৩)	(০.০৬)
১৩.২.	**শেয়ার প্রতি আয় (অতিরিক্ত সাধারণ বিষয়ের পূর্বে) (প্রতিটি মূল্য ১০ টাকা) (বার্ষিককৃত নয়)**					
	-মূল	(০.৩১)	০.০৯	(০.১৯)	(০.২৩)	(০.০৬)
	-মিশ্র	(০.৩১)	০.০৯	(০.১৯)	(০.২৩)	(০.০৬)

১.উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানির নিরীক্ষক কমিটিদ্বারা পর্যালোচিত এবং ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালকবর্গের সভায় গৃহীত। উক্ত ফলাফলগুলি বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদ্বারা পর্যালোচিত। আর্থিক ফলাফলের অ্যাকাউন্টিং স্টান্ডার্ডস্ (আইএনডিএএস) এবং নির্ধারিত সূচি ১৩৩ অফ কোম্পানি আইন ২০১৩ অনুসারে পটনীয় রুল-৩ অফ কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) রুল ২০১৫ এবং কোম্পানিজ (অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) রুলস্ ২০১৫ এবং কোম্পানির (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) সংশোধনী রুল ২০১৬ অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে।

২. কোম্পানির সিকিউরিটিস এবং এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া সার্কুলার তারিখ ৫ জুলাই, ২০১৬ (সার্কুলার) কোম্পানির তরফ থেকে পূর্ববর্তী সময়ে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে এবং আর্থিক ফলাফল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ দেখানো হয়েছে এর সার্কুলার পূর্ববর্তী সময়ে পরিকল্পনা অনুসারে নির্ধারিত হয়েছে। উক্ত বিষয়টি সঠি ক তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে।

৩. ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের এবং অর্ধবর্ষের নিট লাভের শ্রেণীবিভাগ আইজিএএপি এবং এএস অনুসারে নিম্নরূপ:

বিবরণ	৩০.০৯.২০১৭ (লক্ষ টাকায়)
নিট লাভ পূর্ববর্তী আইজিএএপি অনুসারে	(৭.১৫)
হিসাবখাতে মিলকরণ আইএনডি এএস অনুসারে	
ইক্যুইটি বিনিয়োগ/মিউচুয়াল ফাণ্ডের প্রকৃত মূল্যায়ণ	-
মোট তুলোনিয়র আয় আইএনডিএএস অনুসারে	(৭.১৫)

৪. চলতি কর এবং বিলম্বিত করের সংস্থান চূড়ান্ত করা হয়েছে বার্ষিক হিসাবখাতে অনুসারে

৫. পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের অর্থাঙ্কগুলি প্রয়োজন অনুসারে পুনঃসজ্জিত করা হয়েছে

একক সম্পত্তি ও দায়ের বিবরণী (লক্ষ্য টাকায়)

বিবরণী	পর্যন্ত ৩০.০৯.২০১৭
সম্পদ	
অ-চলতিসম্পদ	
যন্ত্রাংশ ও যন্ত্রপাতি	৫.৭২
আর্থিকসম্পদ	
- বিনিয়োগ	৪০৪.৯৭
- সুনিশ্চিত জমা	-
অন্যান্য অ-চলতি সম্পদ	২২.৫৮
মোটঅ-চলতিসম্পদ	৪৩৩.২৭
চলতি সম্পদ	
আর্থিকসম্পদ	
- উদ্ভাবনী	৫০০.৯৪
-নগদ ও নগদ সমূহ	৫২.৬৩
- অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	২৯৩.২৭
মোট চলতি সম্পদ	৮৪৬.৮৪
মোট সম্পদ	১,২৮০.১১
ইক্যুইটি এবং দায়	
ইক্যুইটি	৩১৪.৫৩
অন্যান্য ইক্যুইটি	৪৭৩.১৭
দায়	
অ-চলতি দায়	
আর্থিক দায়	
- অন্যান্য আর্থিক দায়	৬১.১৮
অন্যান্য দীর্ঘ	৩৫০.০০
চলতি দায়	
আর্থিকদায়	
ব্যবসায়প্রদেয়	৩.৮৯
- অন্যান্য আর্থিক দায়	৭৬.৩০
সংস্থান	১.০৪
মোট দায়	১,২৮০.১১

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪.১২.২০১৭

অনিল কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 000479628

ইভিএমে কারচুপি নিয়ে গুজরাত কংগ্রেসের দাবি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

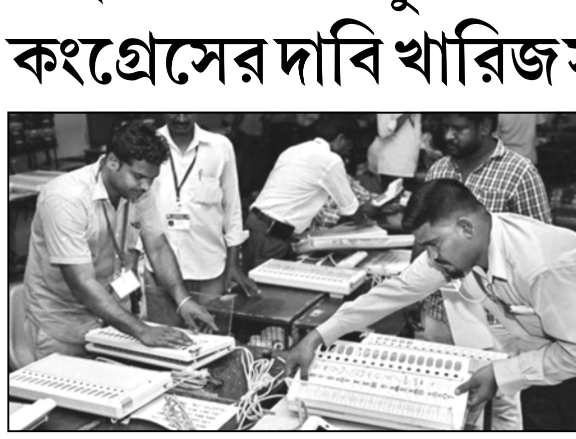

নয়াদিল্লি/আহমেদাবাদ, ১৫ ডিসেম্বর : গুজরাতে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই সুপ্রিম কোর্টে ওই রাজ্য নিয়ে জোর ধাক্কা খেল কংগ্রেস। কংগ্রেসের গুজরাত ইউনিট দু’দফায় রাজ্যে নির্বাচনের সময় ইভিএম এবং ভিভিপিএটিএসে কারচুপি হয়েছে বলে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ করে। অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শীর্ষ আদালত গুজরাত কংগ্রেসের এই আবেদনের শুক্রবারই শুনানির ব্যবস্থা করে। কিন্তু কংগ্রেসের দুই প্রবীণ নেতা ও সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিব্বাল এবং অভিষেক মনু সিংভি গুজরাত কংগ্রেসের হয়ে শুনানিতে অংশ নেওয়া সত্ত্বেও প্রমাণ করা গেল না ইভিএমে কারচুপির বিষয়টি। ফলে শীর্ষ আদালত এই আবেদন বাতিল করে দেয়।

গুজরাতে এবার রাজ্য বিধানসভার ভোটের প্রচারে কংগ্রেস জিততে পারে বলে প্রথম থেকেই ব্যাপক প্রচার শুরু হয়। বিশেষ করে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির সঙ্গে হার্দিক প্যাটেল ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির নেতাদের বৈঠকের পর সেই সম্ভাবনা আরও জোরদার হয়ে ওঠে। রাহুলকে বিভিন্ন সভায় ব্যাপক সংবর্ধনা জানানো হয়। অন্যদিকে বিজেপির জনসভাগুলি ছিল তুলনায় ম্লান। কিন্তু বৃহস্পতিবার বিকেলে বিভিন্ন বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হতেই চওড়া হাসি ফুটে ওঠে বিজেপি নেতাদের মুখে। অন্যদিকে ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই গুটিয়ে যায় কংগ্রেস। কারণ এইসব সমীক্ষাতেই গুজরাতে ফের মোদীর দল ক্ষমতায় আসছে বলে জানানো হয়েছে। সেখানে কংগ্রেস পেতে পারে মাত্র ৬৪-৭৪টি আসন।

উত্তর প্রদেশেও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর বসপা নেত্রী মায়াবতী ইভিএম মেশিনে কারচুপির অভিযোগ তুলেছিলেন। তিনিও এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যান। যদিও শেষ পর্যন্ত কারচুপির বিষয়টি প্রমাণ করতে পারেননি। সম্প্রতি সমাজবাদী নেতা অখিলেশ যাদবও এই অভিযোগ করেছেন। কংগ্রেসও উত্তর প্রদেশ নির্বাচনের পর থেকেই ইভিএমে কারচুপির কথা বলে আসছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট ফের ক্ষমতায় আসার পর কোনও কোনও মহল থেকে ইভিএমে বৈজ্ঞানিক রিগিংয়ের কথা বলা হয়েছিল।

যদিও মায়াবতীর অভিযোগের জবাবে যেমন, এদিনও সেরকমই নির্বাচন কমিশনের তরফে সুপ্রিম কোর্টকে পরিষ্কার জানানো হয়, নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। তার গুরুত্ব ও পবিত্রতা রক্ষা করা হয়। কখনও কোনও দলের পক্ষে তাতে হস্তক্ষেপ করা হয় না। কংগ্রেসের গুজরাত ইউনিটের তরফে বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিব্বাল ও অভিষেক মনু সিংভি শুক্রবার শীর্ষ আদালতে দলের হয়ে শুনানিতে অংশ নিয়ে বলেন, ইভিএমে ব্লু টুথ ডিভাইসেস যুক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গুজরাত কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা অর্জুন মধওয়াদিয়া অভিযোগ করেন, কমপক্ষে তিনটি ইভিএম মেশিনের সঙ্গে ব্লু টুথ ডিভাইসেস সংযোগ করা হয়েছে বলে দেখা গেছে। তিনি এই অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলেও জানান মধওয়াদিয়া। কিন্তু রাজ্য কংগ্রেস নেতার এই অভিযোগের জবাবে নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী দাবি করেন, তাঁরা অভিযোগটি খতিয়ে দেখেছেন। নির্বাচন কমিশনের একটি টিম এই অভিযোগ পাওয়ার পরই পোরবন্দরের ঠাক্কোরের নির্বাচনী বুথে চলে যায়। কারণ অভিযোগ উঠেছে সেখানেই এই কাজ করা হচ্ছে। কিন্তু তারা কোনও প্রমাণ পাননি।

যদিও কংগ্রেসের তরফে বলা হয়, মোবাইল ফোনের ব্লু টুথ ইভিএমে লাগালে তার নামকরণ হয় ইসিও ‘১০৫’ এবং তা এবং তা সহজেই পাওয়া যায়। এই ঘটনা প্রমাণ করছে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)-এ ব্লু টুথ মারফত ডিভাইস ব্যবহার করে সহজেই কারচুপি করা যায়। গুজরাত কংগ্রেসের পক্ষে আরও বলা হয়, ব্লু টুথ ব্যবহার করে ইভিএমে যেসব চিপস ফিট করে সেগুলির সাহায্যেই প্রোগ্রাম করা হয়। এ থেকেই ইভিএমে কারচুপির সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। এভাবে ভোটাধিকার ব্যবস্থার সংস্কার করা উচিত।

শাসক বিজেপির আইনজীবী অভিযোগ করেন, কংগ্রেস নির্বাচনে হারবে জেনে আগে থেকেই পালানোর পথ খুঁজছে। শীর্ষ আদালতের তরফে বলা হয়, কংগ্রেস ইভিএমে কারচুপি নিয়ে যে অভিযোগ করেছে তার কোনও মেরিটই নেই। গুজরাত কংগ্রেসের এই আবেদন খারিজ করে দিয়ে শীর্ষ আদালত বলে, বরং গুজরাত কংগ্রেসের উচিত, সামগ্রিকভাবে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করা।

সুপ্রিম কোর্টে ইভিএমে কারচুপি নিয়ে গুজরাত কংগ্রেসের আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ায় স্পষ্টতই খুশি বিজেপি। বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেন, গুজরাতে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই কংগ্রেস অজুহাত খুঁজতে শুরু করেছে। আর সেই অজুহাতটি হল ইভিএমের পিছনে মুখ লুকোনো। কারণ যত সময় যাচ্ছে, ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে গুজরাত নির্বাচনে হারতে চলেছে কংগ্রেস।

রাজনীতি ছাড়ছি না : সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : ১৬ ডিসেম্বর রাহুল গান্ধি কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন। সোনিয়া সভানেত্রীর পদ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিও ছেড়ে দেবেন বলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কিন্তু এদিন ১০ জনপথের রণে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সোনিয়া দলীয় কর্মীদের আশ্বস্ত করলেন, তিনি কংগ্রেস সভানেত্রীর পদ থেকে অবসর নিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু রাজনীতি ছাড়ছেন না। কংগ্রেসের আদর্শের সঙ্গে তিনি সবসময় থাকবেন। কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজওয়ালা পরে ট্যুইট করে বলেন, সোনিয়া গান্ধি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রীর পদ ছাড়লেও তিনি রাজনীতি থেকে সরে যাবেন না। তাঁর আশীর্বাদ, প্রজ্ঞা ও অপরিসীম শক্তি সবসময় পথ দেখাবে কংগ্রেসকে। প্রসঙ্গত, সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে শুক্রবার। ঠিক তার একদিন আগেই সোনিয়া তাঁর পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। ৭১ বছর বয়স্ক নেত্রী গত ১৯ বছর ধরে দলের সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করে এসেছেন।

KANAK PROJECTS LIMITED

Regd. Office : 41, Chowringhee Road, Kolkata- 700 071
CIN:L67020WB1979PLC031867
Mail: dlapkanak@gmail.com

Unaudited Financial Results for the Quarter and Six months ended September 30, 2017

(Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE Quarter Ended 30.09.2017 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2017 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2016 (Unaudited)	Year Ended 30.09.2017 (Unaudited)	Year Ended 30.09.2016 (Unaudited)
1	**Revenue**					
	a)Revenue from operations	333.30	720.24	316.97	1,053.54	640.15
	b)Other Income	328.49	124.79	328.89	453.28	468.44
	Total Revenue	661.79	845.03	645.86	1,506.82	1,108.59
2	**Expenses**					
	a)Purchases of Stock-in-trade	71.78	507.98	3.48	579.76	3.48
	b)Change in inventories of stock-in-trade	(9.06)	(83.50)	(3.48)	(92.56)	(3.48)
	c)Employee benefits expense	13.83	13.05	13.53	26.88	24.75
	d)Finance costs	52.84	69.32	66.19	122.16	132.08
	e)Depreciation and amortisation expense	8.50	8.50	14.10	17.00	24.29
	f)Other expenses	75.39	50.78	64.15	126.17	105.24
3	**Total Expenses**	213.28	566.13	157.97	779.41	286.36
4	Profit before exceptional items & tax (1-3)	448.51	278.90	487.89	727.41	822.23
5	Exceptional Items	-	-	-	-	-
6	**Profit / (Loss) before tax (4-5)**	448.51	278.90	487.89	727.41	822.23
	Tax expense / (benefit)					
	a)Current tax including tax relating to earlier years	117.01	82.10	91.39	199.11	172.67
	b)Deferred tax charge / (credit)	3.22	-	-	3.22	-
7	**Net tax expense / (benefit)**	120.23	82.10	91.39	202.33	172.67
8	Net profit / (loss) after tax (6-7)	328.28	196.80	396.50	525.08	649.56
9	Other comprehensive income Items not to be reclassified to profit or loss in subsequent periods	(63.95)	62.48	(66.44)	(1.47)	(0.23)
	Items to be reclassified to profit or loss in subsequent periods	-	-	-	-	-
	Total Other Comprehensive Income	(63.95)	62.48	(66.44)	(1.47)	(0.23)
10	Total comprehensive income (8+9)	264.33	259.28	330.06	523.61	649.33
11	Paid up equity share capital (Face value Rs. 10/- each)	445.24	445.24	445.24	445.24	445.24
12	Earnings per share - Basic and Diluted (not annualised) (Rs.)	7.37	4.42	8.91	11.79	14.59

NOTES :
1 The Company has adopted IND AS from April,1 2017 for the transition date of April,1 2016 and accordingly these financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principals in Ind AS 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies [Indian Accounting Standards] Rules, 2015 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. Accordingly, figures for previous period are re-casted/regrouped as per new requirements wherever necessary.
2 The statement does not include IND AS compliant Statement of Assets and Liabilities for the previous year as the same is not mandatory as per SEBI circular dated July 5, 2016.
3 Reconciliation between financial results previously reported (referred to as Previous GAAP") and as per Ind AS for the quarter / half year presented are as under:

	Description	Notes	Quarter ended (30.09.2016)	Half Year ended (30.09.2016)
	Net Profit under Previous GAAP (after tax):		304.70	536.66
	Add / (Less) : Adjustments on account of Ind AS:			
	(i)Interest Income on Preference Shares	(A)	22.63	43.85
	(ii)Fair Valuation of Mutual Fundsdesignated at FVTPL	(B)	134.15	134.15
	(iii)Profit on Sale of Mutual Fund already charged to Profit & loss in Previous Periods as Fair Value (Gain)/Loss	(B)	(4.15)	(8.89)
	(iv)Measurement of Security Deposit now reversed	(C)	(4.62)	-
v	Interest Income on Fixed Deposit - Prior Period Income adjusted on April 1, 2016	(D)	(56.21)	(56.21)
	Net Profit (after tax) under Ind AS:		396.50	649.56
i	Fair Valuation of Equity Instruments designated at "Other Comprehensive Income"	(E)	1.77	(0.23)
ii	Fair Valuation of Mutual Fund designated at "Other Comprehensive Income" in previous period; now rectified and reclassified to Profit and Loss	(B)	(68.21)	-
	Total comprehensive income under Ind AS		330.06	649.33

(A) The Company has invested in Reedemable Preference Shares for which the management expects no receipt of dividend till their date of redemption. Hence, they are recorded at Fair Value using amortised cost as per IND AS 109 - Financial Instruments. Accordingly, the deemed fair value gain due to effluxion of time on such Preference Shares is considered as Interest Income.
(B) Under the Previous GAAP the Mutual Funds were recorded at Cost less Permanent Decline in Value of Investments, if any. As per IND AS 109 - Financial Instruments; these Mutual Funds are measured at Fair Value at each reporting date. Hence, any gain/loss already recorded in previous periods is reduced from the profit on sale of mutual funds recorded as per Previous GAAP.
(C) Under the IND AS, the interest free security deposit received are being reclassified to Advance Rent as on the transition date and on subsequent period the respective Rental Income and Finance Cost is booked based on the Fair Value principle as per IND AS - 109.
(D) Interest Income on Fixed Deposit for the Period prior to the Financial Year 2016-17 are now being adjusted as on the IND AS transition date.
(E) Under the Previous GAAP the Non-Current Equity Instruments were recorded at Cost less Permanent Decline in Value of Investments, if any. As per IND AS 109 - Financial Instruments; these Equity Instruments are measured at Fair Value through Other Comprehensive Income. The equity investment in Associates are recorded at cost.
4 Tax impact of IND AS adjustments will be dealt at the time of annual financial statements.
5 Provision for defined benefit plans will be dealt at the time of annual financial statements.
6 There were no exceptional items during the quarter and half year ended 30th September, 2017.
7 The financial results and other financial information for the quarter ended 30th September 2016 and half year ended 30th September 2016 have been compiled by the management as per Ind AS after making necessary adjustments to ensure that the financial results provide a true and fair view of the results in accordance with IND AS. This information has not been subject to any review by the Auditors.
8 Pursuant to the option available under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; the Company has opted to sumbit consolidated financial results on yearly basis.
9 Previous period / year figures have been regrouped wherever necessary to conform to the current period's presentation.
10 The above standalone financial results for the quarter ended September 30, 2017 have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on December 14, 2017 and approved by the Board of Directors at its meeting held on December 14, 2017.

Statement of Standalone Assets and Liabilities

	Particulrs	As at 30.09.2017			As at 30.09.2017
I	ASSETS		I	EQUITY AND LIABILITIES	
	Non current assets			Equity	
	a)Property, Plant and Equipment	123.38	a)	Equity share capital	445.24
b)	Investment Property	793.12	b)	Other equity	7,400.75
c)	Financial assets			TOTAL-EQUITY	7,845.99
	i)Investments	4,799.57			
ii)	Loans	-		Liabilities	
iii)	Other Financial Assets	803.78		Non-current liabilities	
d)	Deferred tax assets (Net)	16.10	a)	Financial Liabilities	
e)	Non-Current tax assets (Net)	9.46	i)	Other Financial Liabilities	3,159.84
e)	Other non current assets	216.91			3,159.84
		6,762.32			
	Current assets			Current liabilities	
	a)Inventories	267.11	a)	Financial Liabilities	
b)	Financial assets		i)	Borrowings	465.28
	i)Trade receivables	55.49	ii)	Trade payables	4.73
ii)	Cash and cash equivalents	1,831.84	iii)	Other Financial Liabilities	11.35
iii)	Other bank balances[other than (ii) above]	1,500.00			481.36
iv)	Loans	991.30			
v)	Others	79.13		TOTAL-LIABILITIES	3,641.20
		4,724.87			
	TOTAL-ASSETS	11,487.19		TOTAL-EQUITY AND LIABILITIES	11,487.19

Place : Kolkata
Date : 14.12.2017

By Order of the Board
For Kanak Projects Ltd.
Sudhir Prakash
Director

গঙ্গাতীরে প্লাস্টিকের ব্যাগ ও বিভিন্ন সামগ্রীর উপর নিষেধাজ্ঞা এনজিটি’র

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : গঙ্গা তীরবর্তী শহরগুলিতে প্লাস্টিকের ব্যাগ ও বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি ও ব্যবহারের উপর সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা জারি করল ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এনজিটি)। শুক্রবার এনজিটি এই নির্দেশ জারি করার পর অবশ্য হরিদ্বারের হর কি পউরি ঘাট, ঋষিকেশ সহ হিমালয়ের উত্তর কাশীতেও গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে রমরমিয়ে প্লাস্টিক সামগ্রী বিক্রি হতে দেখা যায়। যদিও এনজিটি তাদের রায়ে স্পষ্ট বলেছে, আইন অমান্যকারীদের ৫০০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। এমনকি প্লাস্টিকের সামগ্রী কিনলে বা ঘরে রাখলেও এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। এনজিটি-র চেয়ারপার্সন বিচারপতি সায়ন্তন কুমারকে নিয়ে তৈরি এক সদস্যের বেঞ্চ উত্তর কাশী সহ উত্তরাখণ্ড ও উত্তর ভারতের গঙ্গা তীরবর্তী সব শহরেই প্লাস্টিক সামগ্রীর উৎপাদন মজুত করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করায় ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বহু ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছে তাদের সংস্থা। যেসব সংস্থা এইসব জিনিস তৈরি করবে, তারাও আসবে শাস্তির আওতায়। এই ব্যবসায়ীদের দাবি, আকস্মিকভাবে এনজিটি এরকম একটি রায় দেওয়ায় বিস্তর ক্ষতি হল তাদের। কারণ প্রত্যেকের ঘরে মজুত আছে প্লাস্টিকের নানাবিধ জিনিস, খেলনা প্রভৃতি। এছাড়া প্লাস্টিক ব্যাগও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

এনজিটি এই নির্দেশ জারি করে বলেছে, উত্তর কাশী, হরিদ্বার, ঋষিকেশের মতো উত্তরাখণ্ডের শহরগুলিতে বহু পুণ্যার্থী আসেন। প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করায় তা নদীতে দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশিষ্ট পরিবেশবিদ্ এন সি মেহতার আবেদনের ভিত্তিতে গ্রিন প্যানেল এদিন যে শুনানির আয়োজন করে, তাতে বিরোধী পক্ষের আইনজীবীরাও গঙ্গাকে দূষিত না করার জন্য অনুরোধ করেন। তবে তাঁরা আকস্মিকভাবে ব্যবসায়ীদের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর বিষয়টির সমালোচনাও করেন। এ নিয়ে গ্রিন বেঞ্চকে ভেবে দেখার অনুরোধ করেন তাঁরা।

ক্রিসমাস, বর্ষবরণ, বিয়ের অনুষ্ঠানেও পাঞ্জাব এবং হরিয়ানায় বাজি নিষিদ্ধ

নয়াদিল্লি/চণ্ডীগড়, ১৫ ডিসেম্বর : পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় ক্রিসমাস, বর্ষবরণ এমনকি বিয়ের অনুষ্ঠানেও বাজি নিষিদ্ধ করার নির্দেশ বহাল থাকল। এই নির্দেশ আগামী জানুয়ারি মাস পর্যন্ত জারি থাকবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। প্রসঙ্গত, কালীপুজো ও দিওয়ালির আগে সুপ্রিম কোর্ট এক নির্দেশে রাজধানীতে অতিরিক্ত দূষণের মাত্রা কমাতে শব্দবাজি ও অন্যান্য বাজি নিষিদ্ধ করে। সেই নির্দেশ তুলে নেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন করা হয়। কিন্তু শীর্ষ আদালত সেই আবেদন শুনে স্থিতাবস্থা জারি করতে অস্বীকার করে। আদালতের তরফে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়, এই নির্দেশ ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বহাল থাকবে। তারপর এ সংক্রান্ত কোনও আবেদনের শুনানি হতে পারে শীর্ষ আদালতে। শুধু রাজধানী দিল্লি নয়, আশপাশের শহরগুলিও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েছে। এমনকি পাঞ্জাব ও হরিয়ানাতেও বলবত হয়েছে এই নিষেধাজ্ঞা। হরিয়ানা হাইকোর্ট গত অক্টোবরেই দিওয়ালিতে বাজি ফাটানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। শুধু শব্দদূষণ নয়, বাতাসে দূষণের মান কমাতেও এই নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চলে বাজি নিষিদ্ধ হওয়ার পরই পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও চণ্ডীগড়ে যাবতীয় দূষণ কমাতে বাজি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সে সময় বাজি বিক্রেতাদের আশা ছিল, এই ক্ষতি তারা অনেকটাই পূরণ করতে পারবেন জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া বিয়ের উৎসবে। এছাড়া ক্রিসমাস এবং বর্ষবরণের রাতেও রাজধানী দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং চণ্ডীগড়ের শহরে শহরে প্রচুর বাজি ফাটানো হয়। বিয়ের উৎসবে বাজি ফাটানো অবাঙালিদের একটি অন্যতম সংস্কৃতি। কিন্তু সংস্কৃতি ও আনন্দোৎসব বজায় রাখতে গিয়ে রাজধানী দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চলে যেভাবে ভয়াবহ দূষণের শিকার হচ্ছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সুপ্রিম কোর্ট বাজি নিষিদ্ধ করার উপর স্থিতাবস্থা জারি করতে অস্বীকার করেছে।

সর্বদলীয় বৈঠক না হওয়ায় মোদীর সমালোচনা খাড়গে’র

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগে প্রথা মেনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সর্বদলীয় বৈঠকে ভাষণ না দেওয়ায় তাঁর সমালোচনা করলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন এদিন শুরু হয়। সেই অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সব দলের নেতারাই বৃহস্পতিবারের বৈঠকে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, সংসদের এই অধিবেশনকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অর্থাৎ ইতিবাচক লক্ষ্যে ব্যবহার করা উচিত। খাড়গে প্রধানমন্ত্রীর সেই দাবির কথা তুলে বলেছেন, কংগ্রেস যেসব সমস্যার কথা তুলেছিল প্রধানমন্ত্রী তার একটিরও জবাব দেননি। এমনকি বৃহস্পতিবারের সর্বদলীয় বৈঠকে শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী অনন্ত কুমারও কংগ্রেসের তোলা কোনও প্রশ্নের জবাব দেননি। তাঁরা শুধু শুনে গেছেন, যা গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেই কল্যাণকর নয়। প্রসঙ্গত, সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শেষ হবে ৫ জানুয়ারি। সংসদ বসবে ১৪ দিন।

হত্যার থেকেও নিকৃষ্ট তিন তালাক : গিরিরাজ

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : মোদী মন্ত্রিসভা মুসলিম ওমেন বিল বা বলা ভাল তিন তালাক বিল অনুমোদন করল। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে বিলটি আনা হবে। উল্লেখ্য, এদিনই শুরু হয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। গত আগস্ট মাসে সুপ্রিম কোর্ট তিন তালাক নিয়ে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। তিন তালাক সংক্রান্ত আইনকে অসাংবিধানিক বলেও বর্ণনা করেছে। এই নয়া বিলে মুসলিম মহিলাদের তিন তালাকের ক্ষেত্রে আইন করে খোরপোশ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এদিকে মোদী মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী গিরিরাজ সিং তিন তালাককে হত্যা করার থেকেও নিকৃষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। প্রসঙ্গত, তিন তালাক প্রথার মাধ্যমে তিন বার তালাক বলে তৎক্ষণাৎ স্বামী স্ত্রীকে বিবাহবিচ্ছিন্ন হিসেবে ঘোষণা করতে পারেন। এই কারণেই গিরিরাজ তিন তালাককে হত্যা করার থেকেও খারাপ মন্তব্য করেছেন। রাজ্যসভা ও লোকসভা মুলতুবি হওয়ার কয়েকমিনিট পরেই গিরিরাজ এই মন্তব্য করেন।

একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে গিরিরাজ বলেন, কাউকে হত্যা করার থেকেও খারাপ তিন তালাক প্রথা। এই কারণেই মুসলিম উম্যান বিল বা তিন তালাক বিল সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে অনুমোদন করিয়ে নিতে চায় মোদী সরকার।

তিন তালাক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলছে। সুপ্রিম কোর্ট গত আগস্টে এ নিয়ে ঐতিহাসিক রায় ঘোষণার পর উগ্র মুসলিম সংগঠনগুলি তিন তালাক বন্ধ হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।
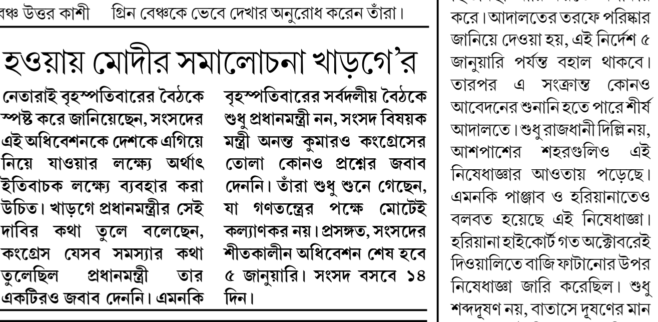
কেন্দ্রের ভারী, মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ দফতরের প্রতিমন্ত্রী গিরিরাজ এদিন সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে বিলটি আসার পরেই বলেন, এই বিল মারাত্মক। প্রসঙ্গত, গত নভেম্বরে তিনি দাবি করেছিলেন, হিন্দুরা যতদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকছে , ততদিন দেশের গণতন্ত্র সুরক্ষিত থাকবে। যেদিন থেকে হিন্দুদের সংখ্যা কমতে শুরু করবে সেদিন থেকেই দেশে গণতন্ত্র বা উন্নয়ন এবং সামাজিক ঐক্যের পথ বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। প্রসঙ্গত, দেশের সর্বশেষ জনগণনায় দেখা গেছে, উত্তর প্রদেশ, অসম, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল সহ আরও একাধিক রাজ্যের ৫৪টি জেলায় হিন্দু জনসংখ্যা কমে গেছে। গিরিরাজ মনে করেন, যেসব জেলায় মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে সেখানে দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে তা হুমকি।